ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন (জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০১৭)

প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. পার্লামেন্টওয়াচ কী?

উত্তর: পার্লামেন্টওয়াচ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসমূহের ওপর টিআইবি'র নিয়মিত তথ্যভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিবেদন। সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অপরিসীম। সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে প্রতিটি অধিবেশন পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি (আগস্ট ২০০২, মে ২০০৩, ডিসেম্বর ২০০৩, মার্চ ২০০৫, জুন ২০০৬) এবং পরবর্তীতে সবগুলো অধিবেশনের ওপর ১টি সংকলিত প্রতিবেদন (ফেব্রুয়ারি ২০০৭) প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে মোট ৪টি প্রতিবেদন (জুলাই ২০০৯, জুন ২০১১, জুন ২০১৩, মার্চ ২০১৪) প্রকাশ করে। পরবর্তী দশম সংসদের ওপর ইতিমধ্যে তিনটি প্রতিবেদন (প্রথম অধিবেশন - জুলাই ২০১৪; দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন - অক্টোবর ২০১৫; সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন - এপ্রিল ২০১৭) প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রতিবেদনটি এই সিরিজের ১৪তম এবং দশম সংসদের চতুর্থ প্রতিবেদন যা ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশনের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: পার্লামেন্টওয়াচ গবেষণায় পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ *(পাঁচটি অধিবেশনের ৭৬ কার্যদিবস) সংগৃহীত তথ্যের বিষয়বস্তু* বিশ্লেষণ করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সংসদ টিভিতে অধিবেশন কার্যক্রমের বিষয়সমূহ *(অধিবেশন চলাকালীন গ্যালারির পরিবেশ, সদস্যগণের আচরণ ইত্যাদি)* পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাণবাচক তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান সফটওয়্যার - এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়।

৩. গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে?

উত্তর: গবেষণা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে- সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম: বাজেট আলোচনা, বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা ইত্যাদি। এছাড়া সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা, বিভিন্ন আলোচনা পর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়, সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ, ভাষার ব্যবহার ও সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা উল্লেখযোগ্য।

৪. সংসদ থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: পূর্বের ন্যায় দশম সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে গবেষণা পরিচালনার জন্য লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়।

৫. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দশম সংসদের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার এবং প্রতিটি বিল পাসের গড় সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস উত্থাপন করে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আলোচিত হত্যাকান্ড, জঙ্গী অপতৎপরতা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের বক্তব্যে আর্থিক খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখসহ বাজেটে প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর গঠনমূলক সমালোচনার মতো ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষণীয়।

অন্যদিকে কোরাম সংকট, আইন প্রণয়নে জনমত গ্রহণের প্রস্তাব নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের হার পূর্বের মতই কম। আইন প্রণয়নে সদস্যদের বিশেষ করে সরকার দলীয় সদস্যদের কম অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষের বক্তব্যে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও অধিবেশন চলাকালীন সদস্যদের আচরণে সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যত্যয় এখনও বিদ্যমান। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে এবং গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি লক্ষণীয়। নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষ সদস্যের তুলনায় বেশী হলেও আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সদস্যদের আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত হয় নি। বিরোধী সদস্যগণের মতামত ও প্রস্তাব যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় নি। তাছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, বিধি অনুযায়ী কমিটি সভা না হওয়া, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ও বাধ্যবাধকতা না থাকা এবং সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত ও কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ লক্ষণীয়। সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনে প্রধান বিরোধী দলের তথা সংসদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৬. কোরাম সংকটের আর্থিক মূল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

উত্তর: কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য সংসদ টিভিতে সরাসরি প্রচারিত সংসদের কার্যক্রম রেকর্ড করে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকট প্রাক্কলন করা হয়। সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ২৯৪.০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিল ৫.৩৫ কোটি টাকা (২০১৬-১৭), সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৭.৮২ কোটি টাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংসদের অধিবেশনের মোট প্রকৃত সময় ২৫৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট (কোরাম সংকটসহ)। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় এক লক্ষ ৬৩ হাজার ৬৮৬ টাকা। এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে টিআইবি ১৪ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে। এগুলোর মধ্যে সদস্যদের অংশগ্রহণ বিষয়ে রয়েছে - নবম সংসদে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল' প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাপেক্ষে পুনরায় সংসদে উত্থাপন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া; সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে বিধি অনুযায়ী স্পিকারকে আরও জোরালো ভূমিকা পালন, সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা; যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে আস্থা/অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ছাড়া বাকি সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের ভোট দেওয়ার বিধান রাখা; আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে - আইন প্রণয়নে বিরোধী দলের যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ সরকারি দলকে বিবেচনায় আনা, পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করা, আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলসমূহ সংসদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা ইত্যাদি। কমিটি কার্যকর করার বিষয়ে - বিধি অনুযায়ী কমিটির নিয়মিত সভা করা; সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কমিটির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত রাখা; কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত (প্রস্তাব - ছয়মাসে অন্তত ১টি) প্রকাশ করা এবং তথ্য প্রকাশ বিষয়ে- সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা এবং বাৎসরিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা উল্লেখযোগ্য।

৮. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডক্যুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এই প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের দিন মূল প্রতিবেদনসহ এর সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

৯. জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কি সংসদ অবমাননা বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল?

উত্তর: জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ কোনোভাবেই জাতীয় সংসদ বা জনগণকে অবমাননা করার শামিল নয়। উল্লেখ্য, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশের সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই প্রতিবেদনে কোনো ধরনের বিদ্বেষমূলক ও অশালীন মন্তব্য করা হয়নি।

১০. অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও টিআইবি এই প্রতিবেদন কেন প্রকাশ করছে?

উত্তর: জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অধিপরামর্শ ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অধিপরামর্শ কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিবেক (বিল্ডিং ইন্টিগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেকটিভ চেইঞ্জ) প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম সংসদ, যার মূল কাজ - প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি করা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র অনুযায়ী সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করা। সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন (২০০১ সাল) থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের সূচনা করে গবেষণা প্রতিবেদন 'পার্লামেন্টওয়াচ' প্রণয়ন করে আসছে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিলে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা এবং এর সুপারিশের ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রমের ফলে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সূচনা হয়, যেমন - সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০০৯ সংসদে পাসের জন্য নবম সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন ও স্থায়ী কমিটির সুপারিশ প্রদান; সবচেয়ে বেশী উপস্থিতির জন্য সদস্যদেরকে স্বীকৃতি প্রদান, সময় ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল টাইমার প্রচলন, কোরাম সংকট, সদস্যদের অনুপস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অধিবেশনে সংসদ নেতা, সদস্য এবং স্পিকারের আলোচনা ইত্যাদি। টিআইবি'র প্রতিবেদনের সমালোচনা সত্ত্বেও এর তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন সময়ে ইতিবাচকভাবে আলোচনায় উত্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণা প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য সমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে টিআইবি আশা করে।